রাসুল (দঃ) এর চিঠি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে "রাসুল (দঃ) এর চিঠি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে।"

রাসুল (দঃ) এর যমানায়ে তৎকালিন দু'টি পরাশক্তি ছিল রোম ও পারস্য। রোম খৃষ্টান সম্প্রদায়। পারস্য অগ্নি উপাসক ছিল।

রাসুল (দঃ) এর চিঠি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্রাট কেসরার কাছে নিম্নরূপ একখানি চিঠি প্রেরণ করেন-

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি-

আল্লাহর রাসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কেসরার নামে।

সালাম সে ব্যক্তির প্রতি, যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং সাক্ষ্য দেন, আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, মহম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। যারা বেঁচে আছে তাদের পরিনাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফেরদের ওপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন,শান্তিতে থাকবেন, যদি এতে অস্বীকৃতি জানান, তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে।

এ চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফা সাহমী(রাঃ)-কে মননীত করা হয়। তিনি চিঠিখানি বাহারাইনের শাসনকর্তার হাতে দেন। বাহারাইনের শাসনকর্তা দূতের মাধ্যমে নাকি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হযাফার মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন তা জানা যায়নি। মোটকথা,

আমার প্রজাদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রজা আমার নামের আগে তার নাম লিখেছে। রাসুলুল্লাহ(সঃ) এ খবর পাওয়ার পর বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার বাদশাহী ছিন্নভিন্ন করে দিন। এরপর তাই হয়েছিল যা রাসুলুল্লাহ(সঃ) বলেছিলেন।

পারস্য সম্রাট ইয়েমেনের গভর্ণর বাযানকে লিখে পাঠায় তোমার ওখান থেকে তাগড়া দুজন লোক পাঠাও, তারা যান হেজাযে গিয়ে সে লোককে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। বাযান সম্রাটের নির্দেশ পালনের জন্য দুজন লোককে চিঠিসহ আল্লাহর রাসুলের কাছে প্রেরণ করে। সে চিঠিতে প্রেরিত লোকদ্বয়ের সাথে কেসরার কাছে হাজির হওয়ার জন্যে রসুল(সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের একজন বলল , শাহানশাহ এক চিঠিতে বাযানকে নির্দেশ দিয়েছেন ,যেন

আপনাকে তার দরবারে হাজির করা হয়। বাযান আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।কাজেই আপনি আমাদের সাথে পারস্যে চলুন। সাথে সাথে উভয় আগুন্তুক হুমকিপূর্ণ কিছু কথাও বলে।

রাসুল(সঃ) বলেন তোমরা আগামীকাল দেখা কর।

এদিকে মদীনায় যখন এ মনোজ্ঞ ঘটনা চলছে তখন খস্রু পারভেযের পারিবারিক কলহ বিদ্রোহ তীব্র রূপ ধারণ করে। কায়সারের সৈন্যদের হাতে পারস্যের সৈন্যরা একের পর এক পরাজয় স্বীকার করে যাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় পারস্য সম্রাট কেসরার পুত্র শেরওয়ায়হ পিতাকে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। সময় ছিল মঙ্গলবার রাত, সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়ে যান। পরদিন সকালে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধিদ্বয় আল্লাহর রাসুলের দরবারে এলে তিনি তাদের এ খবর জানান। তারা বলল আপনি এসব আবোল-তাবোল কি বলছেন? এর চেয়ে মামুলি কথাও আমরা আপনার অপরাধ হসেবে গণ্য করেছি। আমরা কি আপনার একথা বাদশাহ্র কাছে লিখে পাঠাব!
রাসুল(সঃ) বললেন, হ্যাঁ লিখে দাও। সাথে সাথে একথাও লিখে দাও, আমার দ্বীন এবং আমার হুকুমত সেখানেও পৌছবে, যেখানে তোমাদের বাদশাহ পৌছেছে। শুধু তাই নয়, বরং এমন জায়গায় গিয়ে থামবে, যার আগে উট বা ঘোড়া যেতে পারবে না। তোমরা তাকে একথাও জানিয়ে দিও, যদি তোমরা মুসলমান হয়েও যাও, তবে যা কিছু তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেসব আমি তোমাদের দিয়ে দেব এবং তোমাদেরই কওমের বাদশাহ করে দেবো।

উভয় দূত মদীনা থেকে ইয়েমেনে বাযানের কাছে গিয়ে তাকে সব কথা জানায়। কিছুক্ষণ পরেই ইয়েমেনে এক চিঠি এসে পৌঁছায়, শেরওয়ায়হ তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহন করেছেন। নতুন সম্রাট তার চিঠিতে ইয়েমেনের গভর্ণর বাযানকে এ নির্দেশও দিয়েছেন, আমার পিতা যার সম্পর্কে লিখেছিলেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিরক্ত করবে না।

এ ঘটনায় বাযান এবং তার পারস্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা সে সময় ইয়েমেনে উপস্থিত ছিল, সকলেই মুসলমান হয়ে যান।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মহান মানুষ (Great man), শক্তিধর রাষ্ট্র (Super Power) এর বন্দনা, পুজা আমরা না করি- আমরা শুধু ইবাদত করি আল্লাহ তা'য়ালার। আল্লাহ সর্বশক্তিমান-রাজাধিরাজ, তাঁর কাছেই আমরা ধর্ণা দেই। তাঁর ৯৯টি গুণবাচক নামের কোন একটার সাথেও আমরা কাউকে অংশিদার না বানাই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন এবং আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন। আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহু।

.....